

নিষিদ্ধ মুক্তমনা

অনুষ্ঠ

ইমেইল:- ananta_atheist@yahoo.com



কিছুদিন আগে মুক্ত-মনা'র মডারেটর অভিজিৎ রায়ের একটি বার্তা পড়লাম ইয়াহু গ্রুপে, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে মুক্ত-মনা কে ব্লক করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অন্তর্জাল মুক্ত-মনা'র উপর এই প্রথম রাষ্ট্রীয় ভাবে আঘাত করা হলো। মুক্ত-মনা অন্তর্জালকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত এর সরকার তাঁর দেশে নিষিদ্ধ করেছে। কেন? মুক্ত-মনা'র সাথে তো সংযুক্ত আরব আমিরাত এর সরকারের কোন বিরোধ নেই, মুক্ত-মনা তো আরব আমিরাত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি, আর্থিক নীতি নিয়ে সমালোচনা করে নি। মুক্ত-মনা কোন নিউস কোম্পানী নয় যে, আরব আমিরাত সরকারের গোপন কোন খবর প্রকাশ করে ফেলেছে, বা তাদের মন্ত্রী পরিষদের রসালো কোনো খবর বাইরের দেশের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। এগুলোর কোনটাই তো মুক্ত-মনা করে নি। তবে কেনো মুক্ত-মনা'র উপর এই আঘাত? মুক্ত-মনা কে কেনো স্ক্রু করে দেয়ার এই প্রয়াস? কারণ আছে নিশ্চয়ই। কি সেই কারণ? তার আগে দেখে নেই মুক্ত-মনা'র চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি?

মুক্ত-মনা মুক্তচিন্তার অন্তর্জাল। তৃতীয় বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা বাঙালীদের মুক্তচিন্তনের জন্য একটি উন্মুক্ত মঞ্চ। মুক্ত-মনা'য় বেশ কয়েক জন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যেমন- জেমস রেভি, পল কুৎস, ড: পারভেজ হুদভয়, ড: মার্ক পেরাখ, ড: ভিক্টর স্টেংগার প্রমুখ। মুক্ত-মনা'য় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি, অতীত, বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে যদিও আলোচনা হয় তবে এই

উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিই বেশি প্রধান্য পায়। এটি এক অব্যাহত দ্বার, যেখান থেকে যে কেউ তার নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, মতামত ব্যক্ত করতে পারে যা বছর কয়েক আগেই বাঙালীদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। এই অঞ্চলের শাষকগোষ্ঠীর তল্পীবাহক প্রচারমাধ্যমগুলি যখন ক্ষমতালোভী শাষকগোষ্ঠীর জন্য নিজেদের কোরবানী করে দিচ্ছে, সামান্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত লাখ মানুষকে অন্ধকারের জগতে ঠেলে দেবার জন্য কুপমুন্ডকতার শিক্ষা দিয়ে চলছে অবিরাম তথাকথিত এই গণমাধ্যমগুলি, তখন প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে মুক্ত-মনা নিয়ে এসেছে এক প্রাণের স্পন্দন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কারে নিমজ্জিত এই অঞ্চলের মানুষগুলোকে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য, যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলার জন্য মুক্ত-মনা শুরু করেছে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আর এই যৌক্তিক আন্দোলন থামিয়ে দেবার প্রথম অপচেষ্টা শুরু করলো এক ভিনদেশী সরকার।

মুক্ত-মনা ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী আদর্শে আদর্শায়িত। মুক্ত-মনা তথাকথিত (অপ)বিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মুক্ত। মুক্ত-মনা'র অগ্রযাত্রা কুসংস্কার আর অপবিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির অভিমুখে। আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত-মনা'র সাথে মধ্যপ্রাচ্যের ওই রাষ্ট্রের বাহ্যিক কোন বিরোধ না থাকলেও সত্য হচ্ছে মুক্ত-মনা'র সাথে ওই শাষকগোষ্ঠীর বিরোধ আদর্শের। যুক্তিবোধের সাথে বিরোধ অন্ধবিশ্বাসের। মধ্যপ্রাচ্যের ওই রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম। কোরান-সুন্না'র আলোকে তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয় আর মুক্ত-মনা'র আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এটাই আরব আমিরাত সরকারের মুক্ত-মনা'র উপর আগ্রাসনের মূল কারণ। মুক্ত-মনা জানে গণমানুষকে সচেতন করে তুলতে হলে, যুক্তিবাদী করে তুলতে হলে মানুষকে তাঁর ভাগ্য, কর্মফল, ঈশ্বরের দয়া, অলৌকিকত্ব, স্বর্গ-নরক প্রাপ্তি ইত্যাদি অপবিশ্বাস থেকে মুক্ত করতে হবে। তবেই মানুষের চৈতন্যের স্ফূরণ ঘটবে, মানুষ মানুষকে আশরাফুল মাকলুকাত না ভেবে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখবে। আর সেই লক্ষ্যেই মুক্ত-মনা কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন সবে শুরু হলো। আস্তে আস্তে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও মুক্ত-মনা'কে নিষিদ্ধ করা হবে। সময়ের ব্যাপার মাত্র (ড: আলী সিনা'র ফেইথ ফ্রিডম অন্তর্জালটিও অনেক দিন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে নিষিদ্ধ রয়েছে)। হয়তো বেশি দিন নেই, আমাদের এই বাঙ-লাদেশেও এরকম ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে। যুগে যুগে ধর্মান্ধরা এরকমই করে এসেছে। সেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর সুচনালগ্ন থেকেই সত্যসন্ধানীদের কখনো আহত করেছে, রক্তাক্ত করেছে, হত্যা করেছে নৃশংস ভাবে। সত্যকে দমিয়ে রাখার জন্য হেন কোন কাজ বাদ যায়নি ওরা করেনি। চার্বাকবাদীদের কিভাবে ওরা দমন করেছে তার নমুনা দেখা যায় রামায়ন, মহাভারতে। গৌতম বুদ্ধকে পালিয়ে বাঁচতে হলো। ভিন্নমতের কারণে হাইপেশিয়াকে গণধর্মের পর হত্যা করা হলো, সক্রোটসকে বিষপানে হত্যা করা হলো, ব্রুনো কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো, গ্যালিলীয়কে কারাদন্ডিত করা হলো। এগুলতো বেশ আগের কথা। হাল আমলের আধুনিক সভ্য আশরাফুল মাকলুকাতরা কি করেছে। সালমান রুশদিকে মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে, আমাদের আহমদ শরীফকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যার ঘোষণা দেয়া হলো, তসলিমা নাসরিনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে হত্যার জন্য রক্তাক্ত করা হলো। এভাবে তালিকা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। উনুত্তরা আজও পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। রক্তের হোলি খেলা আর জিঘাংসার মনোবৃত্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। থামাতে হবে ওদের, যেভাবেই হোক। আর এজন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা মুক্ত-মনা'কে গ্রহন করতে হবে।

বিদেশী সরকারের মতো আমাদের দেশের সরকারও যদি মুক্ত-মনা'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তবে চলমান যুক্তিবাদী আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা মুক্ত-মনা'কে এখন থেকেই পরিকল্পনার

मध्ये राखते हवे। निषिद्ध मुक्त-मना'र सत्यसक्नानी लेखाङ्गुलो इमेइलेर माध्यमे जनगणेर काछे पाठिडे
दिये कतटुकु सफलता आसते पारे, बा आरओ बेशि जनगणके किभावे एर साथे सम्पुक्त करा यार सेटा
नियेओ भावते हवे।

सबाइके शुभेच्छा।

शुक्रिध - ०१-०८-०५।